জৈন নীতিশাস্ত্র

জীব বা আত্মার বন্ধন ও মুক্তির আলোচনা ভারতীয় চিন্তাধারায় মুখ্য ও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে (ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—গীতা*)। চার্বাক ভিন্ন সকল দর্শন সম্প্রদায়ই মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেন। মোক্ষ হ'ল জীবের বন্ধন ও দুঃখ থেকে নিবৃত্তির অবস্থা। একথা সত্য যে, মোক্ষের স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দুঃখ থেকে নিবৃত্তি এবং মোক্ষলাভই যে জীবের পরম লক্ষ্য যে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। ভারতীয় দর্শনে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রধানত জীবের বন্ধন ও মুক্তিকেন্দ্রিক।

জীবের বন্ধন

অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মত জৈন সম্প্রদায়ও জীবের দেহধারণ ও দুঃখভোগকেই বন্ধন বলে মনে করে। জৈন সম্প্রদায় ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে জীব বা আত্মাকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত দর্শনের আধার বলে উল্লেখ করেছেন। নানা রকম বাধার জন্য আত্মার এই অনন্ত গুণগুলি প্রকাশিত হয় না। জৈনমতে আত্মার প্রধান বাধা হ'ল কর্ম। কর্মের জন্য আত্মা কামনা, বাসনা ও আসক্তিযুক্ত হয়। কামনা, বাসনা ও আসক্তির পরিতৃপ্তি লাভের জন্য আত্মা দেহধারণ করতে বাধ্য

---

* যদিও জীবনের বন্ধন ও মুক্তির আলোচনাকে সাধারণভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক আলোচনা বলা হয়, তবু ভারতবর্ষের দার্শনিক আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল জীবের বন্ধন ও মুক্তি। জৈন দর্শনে জীবের বন্ধন ও মুক্তির গুরুত্ব সাত প্রকার পদার্থ বা তত্ত্বের মধ্যে স্পষ্ট প্রতিফলিত। সাত প্রকার পদার্থের মধ্যে (জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর ও মোক্ষ) জীবের বন্ধনের কারণ ও মুক্তির উপায়কেই নির্দেশ করা হয়েছে। আস্রব বন্ধনের ও সংবর মোক্ষের হেতু—এই হ'ল জৈন দর্শনের সারকথা। বাকী তত্ত্বগুলি এই সত্যকেই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এইজন্য বলা হয় ঃ

"আস্রবো ভবহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম্।
ইতীয়মার্হতী সৃষ্টিরন্যদস্যাঃ প্রপঞ্চনম্।"

হয়। জীবদেহ আত্মাকে বন্ধনযুক্ত করে (সকষায়ত্বাৎ জীবঃ কর্মভাবযোগ্যান্ পুদ্গলানাদত্তে স বন্ধঃ)।

জৈনমতে আত্মার বন্ধনের প্রধান কারণ যে কর্ম সেই কর্ম আট প্রকারের। এই আট প্রকার কর্ম হ'ল ঃ (১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম, (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম, (৩) মোহনীয় কর্ম, (৪) বেদনীয় কর্ম, (৫) নামকর্ম, (৬) অন্তরায় কর্ম, (৭) গোত্র কর্ম ও (৮) আয়ুষ্কর্ম। কর্মগুলিকে জৈন দর্শনে আত্মার আবরণ বলে মনে করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন আবরণ সৃষ্টি করে, যেমন জ্ঞানাবরণীয় কর্ম জ্ঞানকে আবৃত করে, কিন্তু দর্শনাবরণীয় কর্ম দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করে। জৈনমতে কর্মফলই নির্ধারণ করে দেয় কোন্ জীব কোন্ পরিবারে জন্মাবে, কোন্ জীব কিরূপ দেহাধারণ করবে ইত্যাদি। জৈনগণ কর্মগুলিকে **ভাবকর্ম** ও **দ্রব্যকর্ম** ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন। ভাবকর্ম আভ্যন্তরীণ জগতের ব্যাপার। অশুভ চিন্তা বা কুভাবনা হ'ল ভাবকর্ম। দ্রব্যকর্ম বহির্জাগতিক ও দ্রব্যকেন্দ্রিক। দ্রব্যকর্মই বাস্তবিকপক্ষে পুদ্গলকে আত্মাতে আকৃষ্ট করে। দুই প্রকার কর্ম অনুযায়ী আত্মার বন্ধনও দুই প্রকার— **ভাববন্ধন** এবং **দ্রব্যবন্ধন**। আত্মার আভ্যন্তরীণ কুচিন্তা ও কুভাবনার দ্বারা আত্মার যে প্রাথমিক বন্ধন তা হ'ল **ভাববন্ধন**। কামনা, বাসনা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ভাবকর্ম আত্মার এইরূপ ভাববন্ধন ঘটায়। এই ভাববন্ধনের জন্য পুদ্গলের আকর্ষণ ও জীবের দেহধারণ হ'ল দ্রব্যবন্ধন। জৈনমতে তাই আত্মার বন্ধনের দ্বিবিধ কারণ। কামনা-বাসনা হ'ল নিমিত্ত কারণ এবং পুদ্গল পরমাণু হ'ল উপাদান কারণ। যেহেতু কামনা-বাসনা আত্মাতে পুদ্গল পরমাণুকে আকর্ষণ করে সেহেতু কামনা-বাসনাকে জৈনমতে **কষায়** বলে (কষতি হিনস্তিচ)। জৈনগণ কষায় রূপ কামনা-বাসনাকে চার প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। এই চার প্রকার কষায় হ'ল **ক্রোধ, মান, মায়া** ও **লোভ**। কষায়যুক্ত জীব পুদ্গলপরমাণুকে আকৃষ্ট করে দেহাধারণ করে এবং সেই দেহ আত্মাকে আবৃত ও বন্ধনযুক্ত করে। জৈন দর্শনে এরূপ ক্রিয়া **আস্রব** বলে পরিচিত। এই আবরণের ফলে আত্মার অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন বাধাপ্রাপ্ত হয়। আত্মায় পুদ্গলপরমাণুর অনুপ্রবেশকে 'আস্রব' বলা হয়*। পুদ্গলপরমাণুর দ্বারা গঠিত জীবদেহ বলতে জৈনগণ কেবলমাত্র বাহ্য প্রত্যক্ষযোগ্য দেহকে বোঝান নি, ইন্দ্রিয়, মন'প্রাণ প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানকেও বুঝিয়েছেন। আত্মা যখন জীবদেহের দ্বারা আবদ্ধ হয় তখন সে নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে।

---

* আস্রব হ'ল কর্মস্রোতের গতি। এই গতি জীবকে কর্মস্রোতের মধ্যে আবদ্ধ করে বা জীবের কাছে কর্মস্রোতকে পৌঁছে দেয়। কষায়রূপ তেলে (বা জলে) সিক্ত আত্মা আস্রবের সহায়তায় মলিনতাযুক্ত হয়।